কবুতর পালন

গণসাক্ষরতা অভিযান

দক্ষতাভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ

প্রকাশক
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর
ঢাকা ১২০৭

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০১৩

উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা পরিচালনা
প্রাথমিক সম্পাদনা ও সমন্বয়
তপন কুমার দাশ
আবু রেজা

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
জাহিদ হাসান বেনু

অক্ষর বিন্যাস
মোকছেদুর রহমান জুয়েল

মুদ্রণ
দি ঢাকা প্রিন্টার্স

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযান থেকে প্রকাশিত।

কবুতর পালন

উপকরণ উন্নয়ন

মোঃ আবদুল হামিদ
সহকারী পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

মোঃ শাহীন
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইএসডিও, ঠাকুরগাঁও

মোহাম্মদ জোবায়ের
সহকারী প্রকল্প সমন্বয়কারী, এসএসএস, টাঙ্গাইল

কারিগরি সম্পাদনা

ডা. মোঃ আবদুল মোতালিব, ডি.ভি.এম. এম.এসসি. (ভেট. এসসি.)
প্রাক্তন পরিচালক (প্রশাসন ও প্রাণিস্বাস্থ্য), প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং
চিফ ভেটেরিনারী অফিসার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভাষা সম্পাদনা

ড. সরকার আবদুল মান্নান
প্রধান সম্পাদক, এনসিটিবি

জেন্ডার সংবেদনশীলতা পর্যালোচনা

ফওজিয়া খোন্দকার
জেন্ডার এডভাইজার, পিআরপি, ইউএনডিপি

গণসাক্ষরতা অভিযান

সূচিপত্র

- কবুতর পালন ৩
- কবুতর পালন ও পরিচর্যা ৪
- কবুতরের রোগ ও চিকিৎসা ৯
- কবুতর পালনে প্রাথমিক পুঁজি ১৪
- কবুতর পালনের সুবিধা-অসুবিধা ১৬

কবুতর পালন

কবুতর পালন খুবই লাভজনক একটি ব্যবসা। শহর ও গ্রাম সব জায়গাতেই সারা বছর কবুতরের চাহিদা থাকে। কবুতর পালন করে অল্প পুঁজিতে ভালো আয় করা যায়। যে কেউ অন্য কোনো পেশা বা কাজের পাশাপাশি এ কাজ করতে পারেন। একজন গৃহিণী তার সংসারের সকল কাজ করেও কবুতর পালন করতে পারেন। নারী ও পুরুষ উভয়ে কবুতর পালন করে স্বাবলম্বী হতে পারেন। কবুতর বছরে বেশ কয়েক বার ডিম দেয়, বাচ্চা ফোটায়। তাই বলা হয়, বাক-বাকুম পায়রা, বার মাসে তের জোড়া।

কবুতরের বৈশিষ্ট্য ও জাত

বৈশিষ্ট্য

কবুতর খুব শান্ত পাখি। এই পাখি শান্তির প্রতীক হিসেবে খ্যাত। সারা পৃথিবীতে কবুতরের অনেক কদর রয়েছে।

ধারণা করা হয়, পাখির মধ্যে কবুতরই প্রথম মানুষের পোষ মানে। কবুতর খুব বুদ্ধিসম্পন্ন পাখি। মানুষ কবুতরকে অনেক ধরনের কাজে লাগিয়েছে। প্রাচীনকালে যুদ্ধক্ষেত্রে খবর আদান-প্রদানের জন্য কবুতর ব্যবহার করা হতো।

কবুতর খুব দ্রুত উড়তে পারে। জালালী কবুতর জংলী জাতের। এরা সাধারণত গাছে বা পরিত্যক্ত ভবনে থাকতে পছন্দ করে। অন্যান্য জাতের কবুতর গৃহপালিত হয়ে থাকে। এরা দলগত হয়ে থাকতে পছন্দ করে।

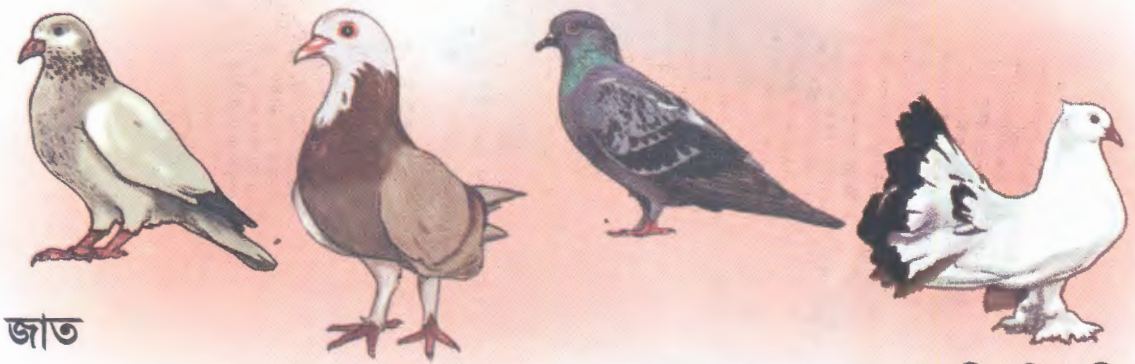

জাত

আমাদের দেশে নানা জাতের কবুতর পাওয়া যায়। যেমন : জালালী, সিরাজী, গিরিবাজ, বোম্বে, সুল্লি, হোমা, লক্ষণ, গোল্লা, মোসাদ্দম লাল, মোসাদ্দম সাদা, গোবিন্দ ইত্যাদি।

কবুতর পালন ও পরিচর্যা

পালন

কবুতর পালন খুবই সহজ। কবুতর পালনের জন্য প্রথমে কবুতরের থাকার জায়গা ঠিক করতে হবে। এ জন্য লোহা, কাঠ অথবা বাঁশের খাঁচা লাগবে।

খাঁচা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। আবার খাঁচা বানাতে হলে ওয়েল্ডিং-এর দোকানে গেলেই তারা লোহা দিয়ে খাঁচা বানিয়ে দিবে। বাঁশের খাঁচা বানাতে হলে যারা বাঁশের কাজ করেন তাদের দিয়ে বানাতে হবে। কাঠমিস্ত্রির সাহায্যে টিন ও কাঠ দিয়েও কবুতরের খাঁচা বানানো যেতে পারে। এক জোড়া কবুতরের জন্য একটি খোপ হবে দৈর্ঘ্যে ২০ ইঞ্চি, প্রস্থেও ২০ ইঞ্চি। খাঁচার নিচের অংশে একটি ট্রে দিতে হবে। ট্রে এমন হবে যেন ট্রে টেনে বের করে বিষ্ঠা সহজেই পরিষ্কার করা যায়।

আশেপাশের হাট-বাজারেই কবুতর কিনতে পাওয়া যায়। তাই কবুতর কিনতেও কোনো সমস্যা নেই। নতুন কেনা কবুতরকে কয়েক দিন খাঁচায় আবদ্ধ রাখতে হয়। আবদ্ধ না রাখলে কবুতর তার আগের ঠিকানায় চলে যেতে পারে। সে জন্য নতুন কেনা কবুতরের পায়ে সুতা বেঁধে রাখা ভালো। ফলে কবুতর হারিয়ে গেলে খুঁজে বের করা সহজ হয়।

পরিচর্যা

কবুতরের খাঁচা শুষ্ক ও পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। এ জন্য আলো ও বাতাস পর্যাপ্ত পাওয়া যায় এবং ঝড়, বৃষ্টি হলে ক্ষতি হবে না এমন জায়গা বেছে নিতে হবে। বিড়াল, কুকুর, কাক ও ইঁদুর থেকে খাঁচা নিরাপদ দূরত্বে রাখতে হবে।

কবুতরের খাদ্য

কবুতর সাধারণত দানাদার খাদ্য খায়। যেমন : গম, ধান, চাল, সরিষা, ভুট্টাভাঙা ইত্যাদি। এছাড়া বাজারে ভিটামিনযুক্ত দানাদার খাদ্য কিনতে পাওয়া যায়। একটি কবুতরকে দিনে ৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য দিতে হয়। প্রতিদিন তিনবার খাঁচার মধ্যে বাটিতে করে খাদ্য ও পানি দিতে হবে। খাওয়া শেষ হলে বাটি বের করে নিতে হবে।

বাচ্চা ফোটালে কবুতরকে খাদ্য বাড়িয়ে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটি কবুতরকে প্রতি দিনে ৭৫ গ্রাম খাদ্য দিতে হবে। তখন কবুতর বাচ্চাকে খাদ্য খাওয়ায়।

গম

ধান

ভুট্টা

সরিষা

বাচ্চা উৎপাদন

এক জোড়া কবুতর প্রতি মাসে দুইটি ডিম দেয়। কবুতর জোড়া করার সময় ভালোভাবে পরীক্ষা করে একটি পায়রা ও একটি পায়রি নিতে হবে। অনেক সময় অসাধু ব্যবসায়ীরা পায়রাকে পায়রি ও পায়রিকে পায়রা বলে চালিতে দিতে চায়।

চার থেকে পাঁচ মাস বয়সে কবুতর ডিম পাড়া শুরু করে। কবুতর বাকবাকুম ডাকলে বুঝতে হবে ডিম পাড়ার সময় হয়েছে। এ সময় খাঁচার ভিতর ডিম পাড়ার জন্য থালা বা বোলের মতো একটি মাটির পাত্র রাখতে হবে।

মাটির পাত্রের ভিতর এক টুকরো পুরাতন চট অথবা খড় বিছিয়ে দিতে হবে যাতে কবুতর আরাম করে বসতে পারে, আরাম করে ডিম পাড়তে পারে, ভালোভাবে ডিমে তা দিতে পারে।

এক জোড়া কবুতর দুই দিনে দুইটি ডিম দেয় এবং ডিম পেড়ে ডিমে তা দেয়। তা দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে খাঁচা যেন নড়াচড়া না করে। বিশেষ করে খাবার পরিবেশনের সময় এ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে। ডিমে তা দেওয়া কবুতর ধরা-ছোঁয়া না করাই ভালো।

ডিমে তা দেওয়ার ১৮ থেকে ২১ দিন পর ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। বাচ্চা হওয়ার পর খাঁচায় খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়। বাচ্চাদের আলাদা করে খাওয়াতে হয় না। মা কবুতর নিজেই বাচ্চাদের খাওয়ায়।

মা কবুতর বাচ্চাকে খাওয়াচ্ছে

বাচ্চা ফোটার এক সপ্তাহ পর নতুন একটি পাত্রে পুরাতন চট অথবা খড় বিছিয়ে দিয়ে বাচ্চাকে আগের জায়গায় রাখতে হবে। পুরাতন পাত্রটি সরিয়ে ফেলতে হবে। পাত্রটি পরিষ্কার করে সংরক্ষণে রাখতে হবে।

জন্মের ২১ দিন পর বাচ্চা কবুতর নিজেই খাবার খেতে পারে। ২১ দিন পর বাচ্চাগুলোকে আলাদা ঘর বা খোপে রাখতে হবে।

২১ দিন বয়সী বাচ্চা কবুতর

কবুতরের রোগ ও চিকিৎসা

সাধারণত কবুতরের তেমন বেশি রোগ হয় না। তবে রানিক্ষেত, কলেরা, রক্ত পায়খানা, বসন্ত ও নিয়োমোনিয়া জাতীয় সংক্রামক রোগ কখনো কখনো দেখা দেয়। তাছাড়া পরজীবী যেমন কৃমি, উকুন বা আটালি কবুতরকে আক্রান্ত করতে পারে।

রানিক্ষেত

গৃহপালিত পাখিদের একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ রানিক্ষেত। ভাইরাসের কারণে এ রোগ হয়। মূলত এটি মুরগির জন্য অত্যন্ত মারাত্মক একটি রোগ। কবুতরও এ রোগে আক্রান্ত হয়। এ রোগে আক্রান্ত হলে ৭০ ভাগ বা ততোধিক পাখি মারা যায়।

লক্ষণসমূহ

- প্রাথমিক অবস্থায় কবুতরের তীব্র জ্বর হবে।
- খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দেবে বা কমিয়ে দেবে।
- কবুতর ঝিমাতে থাকবে।
- চুনের মতো সাদা পাতলা পায়খানা করবে।
- দুই তিন দিনের মধ্যে আক্রান্ত কবুতর মারা যাবে।

প্রতিকার

সাধারণত ভাইরাস জাতীয় রোগের কোনো চিকিৎসা কার্যকরী হয় না। তবে যথাসময়ে টিকাদানের মাধ্যমে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

টিকাদান

কবুতরের বাচ্চার বয়স ৭ দিন হওয়ার পরপরই বাচ্চার দুই চোখে দুই ফোটা গুলানো টিকা দিতে হবে। এর ২১ দিন পর আবার দুই চোখে দুই ফোটা টিকা দিতে হবে।

কবুতরের বাচ্চার রানিক্ষেত রোগের টিকার নাম বিসিআরডিবি। এই টিকা সকল প্রাণিসম্পদ হাসপাতালে পাওয়া যায়। এর রং সবুজ। ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করা ৫ সিসি পানিতে ওই সবুজ ওষুধটি গুলে ব্যবহার করতে হবে। তৈরি করা ওষুধ স্বাভাবিক অবস্থায় ৪ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। তবে ফ্রিজে রেখে ৩ থেকে ৪ দিন ব্যবহার করা যায়।

বড় কবুতরের রানিক্ষেত রোগের টিকার নাম আরডিভি। এর রং সাদা। ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করা ১০০ সিসি পানিতে বোতলের ভিতরের ওষুধটি গুলে প্রতিটি কবুতরকে ১ সিসি করে পায়ের মাংসে ইনজেকশন করে দিতে হবে। কবুতরের বয়স ৬০-৭০ দিনের মধ্যে ও প্রথম টিকা দেওয়ার ছয় মাস পর আবার টিকা দিতে হবে।

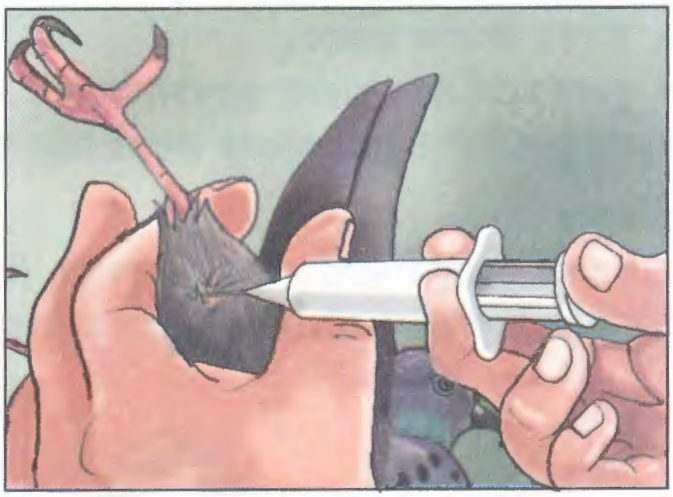

লক্ষণীয়

উভয় টিকা ঠাণ্ডা অবস্থায় পরিবহন ও সংরক্ষণ করতে হবে। ফ্লাস্কে বরফ দিয়ে পরিবহন ও সংরক্ষণ করা যাবে। সবচেয়ে ভালো ফ্রিজে সংরক্ষণ করা।

চিকিৎসা

কবুতর রানিক্ষেত রোগে আক্রান্ত হলে রেনামাইসিন, সিপ্রোসল, এজিন, সেকোটিল, সিপ্রো-এ, মকসাসল জাতীয় যে কোনো একটি ওষুধ খাওয়াতে হবে। চা চামচের আধা চামচ ওষুধ চায়ের কাপের আধা কাপ পানিতে মিশিয়ে ৩-৪ দিন খাওয়ালে রোগ ভালো হবে। এ ওষুধ যে কোনো ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়।

কলেরা

ফাউল কলেরা মুরগির একটি মারাত্মক রোগ। কবুতরও কলেরা রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের কারণে এ রোগ হয়। এ রোগে চিকিৎসা না হলে শতকরা ৩০-৪০ ভাগ কবুতর মারা যেতে পারে।

লক্ষণ

- তীব্র জ্বর হবে।
- কবুতর খাওয়া কমিয়ে দেবে।
- পাতলা বা তরল পায়খানা হবে।
- পায়খানা সবুজ রঙের হতে পারে।
- ৩-৪ দিনের মধ্যে আক্রান্ত কবুতরের শতকরা ৩০-৪০ ভাগ মারা যেতে পারে।

চিকিৎসা

এ রোগে আক্রান্ত কবুতরকে চিকিৎসা দেওয়া প্রয়োজন। সেকোটিল, সিপ্রো-এ, মকসাসল সিরাপ অথবা ইএসবি-৩ জাতীয় ওষুধের যে কোনো একটি খাওয়াতে হবে। চা চামচের আধা চামচ ওষুধ চায়ের কাপের আধা কাপ পানিতে মিশিয়ে ৩-৪ দিন খাওয়াতে হবে। ইএসবি-৩ পাওয়া গেলে ১০ গ্রাম ওষুধ চায়ের কাপের এক কাপ পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

প্রতিকার

দেশের সকল প্রাণিসম্পদ হাসপাতালে ফাউল কলেরা রোগের টিকা পাওয়া যায়। দুই মাস বয়সী কবুতরকে ১ সিসি করে টিকা ইনজেকশন করে রানের মাংসপেশিতে দিতে হবে। বছরে দুই বার এই রোগের টিকা দিলে কলেরা রোগ হওয়ার আশঙ্কা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ কমে যাবে।

বসন্ত

গৃহপালিত পাখির একটি ভাইরাস জাতীয় রোগ বসন্ত। এ রোগ মোরগ-মুরগি-কবুতর ইত্যাদির লোমবিহীন স্থানে গুটি আকারে দেখা দেয়। চোখ আক্রান্ত হলে কবুতর অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

লক্ষণ

- কবুতরের জ্বর হবে।
- খাওয়া দাওয়া কমে যাবে।
- ঝিম মেরে খাঁচার ভিতরে বসে থাকবে।
- দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে চোখের চারপাশে, মুখে, মাথায়, কখনো কখনো পায়ে গুটি দেখা যাবে, যা এক থেকে দুই দিন পর ফেটে যাবে ও ঘা হবে।

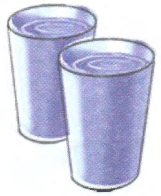
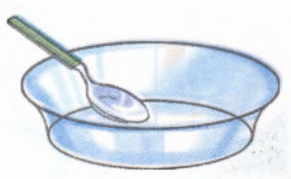

চিকিৎসা

বসন্ত রোগের চিকিৎসা দুই রকম। যেমন:

১. আক্রান্ত স্থানে পটাসিয়াম পারমেঙ্গানেট লাগাতে হবে। বড় চা চামচের এক চামচ পানিতে ছয় থেকে আট দানা পটাশ গুলে কাঠির আগায় তুলা বা নরম কাপড় জড়িয়ে আক্রান্ত স্থানে দিনে ৩-৪ বার লাগাতে হবে।

২. সিপ্রো-এ, মকসাসল জাতীয় আধা চামচ ওষুধ চায়ের কাপের আধা কাপ পানিতে গুলে খাওয়াতে হবে।

প্রতিরোধক

বসন্ত রোগের টিকা নির্দেশ মতো গুলে দুই তিনটি পালক তুলে সে স্থানে এক ফোটা ওষুধ লাগিয়ে দিতে হবে। কবুতরের বয়স চার থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই টিকা দেওয়া যেতে পারে।

নিউমোনিয়া

লক্ষণ

কবুতরকে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে দেখা গেলে এবং শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বুঝতে হবে নিউমোনিয়া হয়েছে।

চিকিৎসা

কবুতরের কলেরা রোগের জন্য যে সকল ওষুধ প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে, সে সকল ওষুধের যে কোনো একটি ওষুধ খাওয়ালেই চলবে।

এছাড়াও পশু চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করা যায়। কবুতরের চিকিৎসার সকল ধরনের ওষুধ বাজারে ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়।

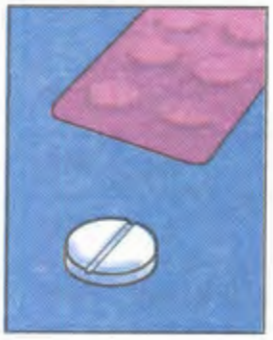

পরজীবী রোগসমূহ

কবুতরের কৃমি, উকুন ও আটালি হতে পারে। পরজীবীতে আক্রান্ত হলে কবুতরের ওজন কমে যাবে। ডিম দিতে দেরি হবে।

বাইরে কৃমি দেখা না গেলেও কবুতরকে কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে। কবুতরের কৃমির ওষুধ আরমক্স। এর ৬টি বড়ি একবার কিনে নিলে প্রতি মাসে একবার করে কবুতরকে খাওয়ানো যেতে পারে। পাঁচ জোড়া কবুতরের জন্য একটি টেবলেটই যথেষ্ট। টেবলেট গুঁড়া করে পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

কবুতরের গায়ে উকুন, আটালি হলে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শ মতো ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। কীটনাশক দিয়ে এগুলো মারার চেষ্টা করা বিপজ্জনক। কারণ, সকল কীটনাশকে তীব্র বিষ থাকে।

কবুতর পালনে প্রাথমিক পুঁজি

অল্প পুঁজি দিয়েই কবুতর পালন শুরু করা যায়। এক জোড়া থেকে পাঁচ জোড়া কবুতর দিয়েই এ ব্যবসা শুরু করা সম্ভব। আবার বেশি কবুতর দিয়ে বড় আকারেও করা যায়।

কবুতরের দাম, খাঁচা ও কিছু দিনের খাবারের টাকা হাতে থাকলেই এই ব্যবসা শুরু করা সম্ভব।

নিচে পাঁচ জোড়া কবুতর দিয়ে ব্যবসা শুরু করার প্রাথমিক পুঁজির হিসাব দেওয়া হলো :

বিবরণ	সংখ্যা	একক মূল্য	মোট মূল্য
৫ জোড়া কবুতর রাখার মতো খাঁচা	১টি	১,০০০ টাকা	১,০০০ টাকা
কবুতর	৫ জোড়া	৩০০ টাকা	১,৫০০ টাকা
৩ মাসের খাবার	৩০ কেজি	৩০ টাকা	৯০০ টাকা
ওষুধ	-	২০০ টাকা	২০০ টাকা
			মোট ৩,৬০০ টাকা

৩,৬০০ টাকা দিয়ে পাঁচ জোড়া কবুতর পালনের ব্যবসা শুরু করা যায়।

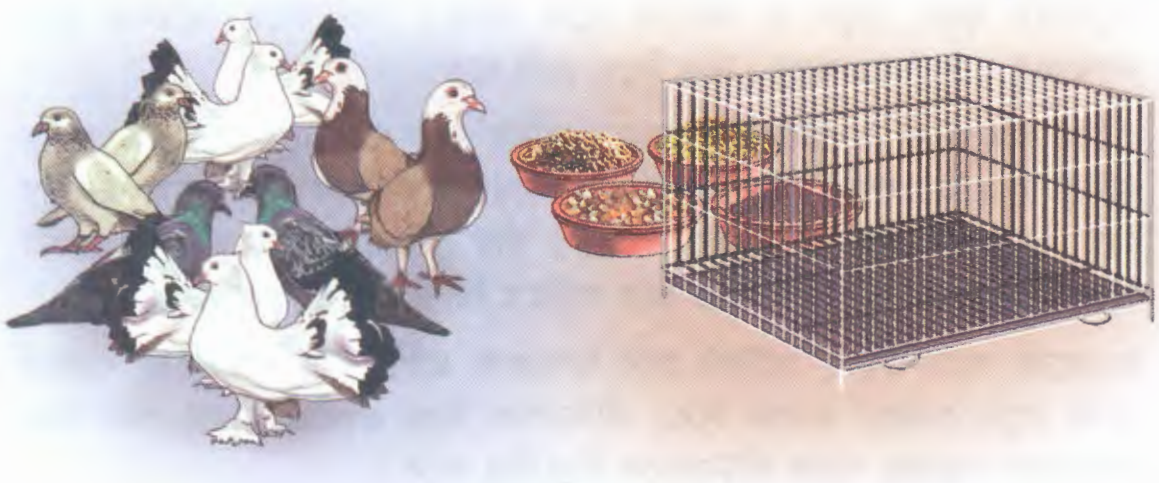

কবুতর বিক্রি

রোগীর পথ্য হিসাবে কবুতরের বাচ্চার অনেক চাহিদা রয়েছে। কবুতর মাংসের চাহিদা পূরণ করে। এ চাহিদা গ্রাম ও শহরে সমানভাবে দেখা যায়। একুশ দিন থেকে এক মাস বয়সী বাচ্চা পাইকারি ও খুচরা বিক্রি করা যায়।

তিন মাস পর আয়	কবুতরের সংখ্যা	একক বিক্রয় মূল্য	মোট মূল্য
	১২ জোড়া	৩০০ টাকা	৩,৬০০ টাকা

প্রকৃত লাভ (স্থায়ী খরচ বাদে) = তিন মাসে মোট আয় - তিন মাসে মোট ব্যয়
= ৩,৬০০ টাকা - (৯০০+২০০) টাকা
= ৩,৬০০ টাকা - ১,১০০ টাকা
= ২,৫০০ টাকা

মাসিক আয়

প্রতিমাসে পাঁচ জোড়া বাচ্চা পাওয়া যাবে। সাবধানতা অবলম্বনের জন্য এক জোড়া রেখে চার জোড়া বাচ্চা বিক্রয় করা হলে প্রতি মাসে এক জোড়া বাচ্চা ১৫০ টাকা হিসেবে ৬০০ টাকা পাওয়া যাবে।

প্রতি মাসে খরচ হবে ৩৫০ টাকা, লাভ হবে ২৫০ টাকা। আর যে মাসে পাঁচ জোড়া বাচ্চা পাওয়া যাবে সে মাসে লাভ হবে ৪০০ টাকা।

কবুতর পালনের সুবিধা-অসুবিধা

কবুতর পালনের সুবিধা

- শহর ও গ্রাম উভয় জায়গাতে কম পুঁজিতে এবং অল্প পরিসরে কবুতর পালন করা যায়। সংসারের কাজের পাশাপাশি কবুতর পালন করা যায়।
- তুলনামূলকভাবে কম পরিশ্রম ও অল্প সময়ে এ ব্যবসায় লাভ পাওয়া যায়।
- কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে বয়স্ক নারী-পুরুষ সবাই কবুতর পালন করতে পারেন।
- কবুতর বিক্রি করতে কোনো বেগ পেতে হয় না। বিশেষ কিছু কবুতরের দাম অনেক বেশি পাওয়া যায় বিধায় লাভের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

কবুতর পালনের অসুবিধা

- সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা দিতে না পারলে কবুতরের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যেতে পারে।
- সঠিক সময়ে বিক্রি করতে না পারলে উৎপাদন খরচ বেড়ে যেতে পারে।

উপকরণ প্রসঙ্গ

বাংলাদেশে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ প্রণীত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ ও অন্যান্য দলিলপত্রে আমাদের দেশের কর্মক্ষম জনশক্তিকে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। এ জন্য নব্যসাক্ষর ও সীমিত লেখাপড়া জানা মানুষের অব্যাহত শিক্ষা চর্চার পাশাপাশি দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ গ্রহণ। প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ দক্ষ ও সফল জনসম্পদে পরিণত হতে পারে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নব্যসাক্ষরদের অব্যাহত শিক্ষা চর্চা ও দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন তাদের উপযোগী নতুন নতুন বই। এ চাহিদা বিবেচনা করেই উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে গণসাক্ষরতা অভিযান নতুন নতুন বিষয়ে দক্ষতাভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এরই ধারাবাহিকতায় কবুতর পালন, কুশন-পুতুল ও ফুল তৈরি, ফটোকপি মেশিন চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, কেক-বিস্কুট ও পাউরুটি তৈরি, পাইপ ফিটিংস, দই-মিষ্টি ও ঘি তৈরি বিষয়ে ছয়টি নির্দিষ্ট দক্ষতাভিত্তিক অব্যাহত শিক্ষা উপকরণ প্রকাশিত হলো। এ ছয়টি উপকরণের মাধ্যমে সাক্ষরতা কোর্স সমাপনকারী ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের পাঠ-অভ্যাস তৈরির পাশাপাশি তারা দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হবে এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

শিক্ষা উপকরণ উন্নয়ন কর্মশালা আয়োজন ও পরিচালনাসহ উপকরণ উন্নয়নের সকল পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এসব উপকরণ পড়ে ও ব্যবহার করে পাঠক উপকৃত হলে আমাদের চেষ্টা সফল হবে।

আসুন, নিয়মিত বই পড়ি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে নিজে স্বাবলম্বী হই। সাক্ষর ও স্বনির্ভর দেশ গড়ে তুলি।

রাশেদা কে. চৌধূরী
নির্বাহী পরিচালক